# আত্মকথা

১৫ই জুলাই ,২০২০

# সম্পাদকের কলমে

সারা পৃথিবী জুড়ে এই দুর্বিষহ অতিমারির আবহে আমাদের সকলেরই প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত, সাধারণ জীবন যাপণ ভীষণভাবে বিপর্যস্ত। প্রথম দু'মাস একদম গৃহবন্দী থাকার পর কিছু কিছু ছাড় পাওয়া গেছে বটে, তবে মনের মধ্যে সংশয় ও অনিশ্চয়তা নিয়েই দিন কাটাতে হচ্ছে। অনেক অনেক শ্রমিকশ্রেণীর লোকের দুর্ভোগের কথা আমরা টিভিতে বা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছি; এও জেনেছি যে অনেক লোকের উপার্জনের উপায় বন্ধ হয়ে গেছে। এর দীর্ঘকালীন পরিণতি যে কেমন ভয়াবহ হবে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নানারকম মতামত দিচ্ছেন।

এরকম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা চেষ্টা করেছি সাধারণ দৈনিক জীবনযাত্রা চালিয়ে যাবার বিকল্প ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট সার্ভিস্ এবং অন্‌লাইন সুবিধাগুলো আমাদের খুবই কাজে লেগেছে। প্রকৃত স্কুলের পরিবর্তে অন্‌লাইন ক্লাস ছাত্রছাত্রীরা হয়তো ততটা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেনি, কিন্তু কিছুটা কাজে লেগেছে তো বটেই। আমরা বয়স্করা অন্‌লাইনে যতটা সম্ভব কাজকর্ম করেছি। কেউ কেউ তো বলছে যে তাদের নাকি অন্‌লাইনে অনেক বেশি কাজ করতে হয়েছে এবং হচ্ছে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এসবের মধ্যেও কিছু কিছু লোককে নিয়মিত কাজে যেতে হয়েছে এবং হচ্ছে; বিপদসংকুল পরিস্থিতে হয়তো স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি কাজ করতে হচ্ছে। যেমন, ডাক্তার-নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা, পুলিস, ব্যাংকের কর্মীরা এবং অন্যান্য জরুরী সেবায় নিযুক্ত কর্মীরা বিশ্রামহীন কাজ করে যাচ্ছেন এবং হয়তো পরিবারের সঙ্গে ঠিকমত সময় কাটাতেও পারছেন না রোগ সংক্রমণের ভয়ে। তাঁদেরকে আত্মজার তরফ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ ও সসম্মান কৃতজ্ঞতা জানাই। কোভিদ-১৯ আমাদের সকলের জীবনে একটা বড় দাগা হয়ে থেকে যাবে।

এই অবস্থাতেও আত্মজার কার্য্যনির্বাহী কমিটি অন্‌লাইনে মিটিং করেছিল গত ৭ই জুন। আত্মজার কুড়ি বছর পূর্তির যে অনুষ্ঠান করার কথা ভাবা হয়েছিল, বহু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা অনিশ্চিতকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। অবশ্য আমাদের পত্রিকা আত্মকথা নবকলেবরে প্রকাশ পাচ্ছে আগামী ১৫ই জুলাই - অন্‌লাইনে আত্মজার ওয়েব্‌সাইটে। অনেক দু:খকষ্টের মধ্যেও একটু আনন্দবার্তা – ঘন কালো মেঘের মধ্যে রূপোলী আলোর রেখার মত।

মন তবু বেদনাহত এই ভেবে যে আমাদের আত্মজায় ছোট থেকে বড় হওয়া অরিন্দম চক্রবর্তী (গুল্লু) আজ আমাদের মধ্যে আর নেই। গত ২৯শে জানুয়ারী মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে বিকেলবেলা খেলতে খেলতে হঠাৎ ভীষণরকম হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে। শোকাহত মা-বাবাকে সান্ত্বনা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। আমরা এটুকু কামনা করি যে গুল্লু যেখানেই থাকুক যেন ভাল থাকে।

সবাই ভাল থাকুন , সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন।

অনুপ দেওয়ানজী
সম্পাদক , আত্মজা

# পত্রিকার পক্ষ থেকে

আমাদের এই পৃথিবীর বয়স সাড়ে চারশো কোটির একটু বেশি আর তার মধ্যে আমরা আধুনিক মানুষ বা হোমোস্যাপিয়েনরা এসেছি আনুমানিক মাত্র তিন লক্ষ বছর আগে। যার বহু আগে থেকেই পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে বাস করতে শুরু করেছে অজস্র প্রানী এবং উদ্ভিদ। এই পৃথিবীতে মানুষের ছয়টা প্রজাতি ঘুরে বেড়াত আর তার সাথে সাথে অজস্র ফ্লোরা আর ফনা । তারপর থেকে হোমোস্যাপিয়েনরা যেখানে যেখানে পা রেখেছে সেখান থেকেই অন্যান্য মানুষের প্রজাতি শুধু নয় তার সাথে সাথে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে অজস্র প্রাণী এবং উদ্ভিদ । ডারউইন বলেছিলেন মানুষ এই পৃথিবীতে আর একটি প্রজাতি মাত্র। কিন্তু মানুষ তা মনে করেনা। সে মনে করে সেই শ্রেষ্ঠ এই পৃথিবীতে।

আজ মানুষের সেই অহঙ্কারে নেমে এসেছে এক মারাত্মক আঘাত। এক অদৃশ্য শত্রু যার নাম কোভিড -১৯ , সেই সামান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাস আজ মানব সভ্যতার সামনে এনেছে এক অভূতপূর্ব সঙ্কট । আর সেই সঙ্কট আমাদের করে ফেলেছে গৃহবন্দী । তাই এই থমকে দাঁড়িয়ে যাওয়া সময়ে আমরা আত্মজাতেও ভাবতে শুরু করলাম কীভাবে আবার আমরা ফিরে আসব জীবনের মূল স্রোতে। সেই ভাবনা থেকেই আমরা আজ এই প্রযুক্তির হাত ধরে আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি “আত্মকথা” – আত্মজার মুখপত্র। দুরত্বকে মুছে দিয়ে একে অপরের কাছে আসার এইতো এক উপযুক্ত মাধ্যম। তাই আবার নতুন করে পথচলা শুরু হল আমাদের এই পত্রিকার।

বন্ধুরা ! এই নীল দুঃসময়ে আজ আমরা আত্মকথা’র পাতায় প্রথমেই আরো একটি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি। ২০০০ সাল থেকে আত্মজার পথ চলার শুরু থেকে আমরা হারিয়েছি আমাদের অনেক সহযাত্রী বন্ধুকে । মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি অনেক সদস্য বন্ধুর মৃত্যু । কিন্তু এবারের বিষয়টা আরো বেদনার । কারণ এই প্রথম আত্মজা তার একজন সন্তান কে হারালো। গত ২৯শে জানুরায়ী মাত্র উনিশ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেল আমাদের সোনালী চক্রবর্তী ও দেবাশীষ চক্রবর্তীর আত্মজ অরিন্দম চক্রবর্তী ( গুল্লু )।

বিজ্ঞান বলে, শুধু বস্তু নয় জীবনের বীজও সৃষ্টি করা যায়না ধ্বংস করাও যায়না। সব কিছুই প্রকৃতির মধ্যে অক্ষয়ভাবে বর্তমান। ভারতীয় দর্শনও সেই একই কথা বলে –

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ।।

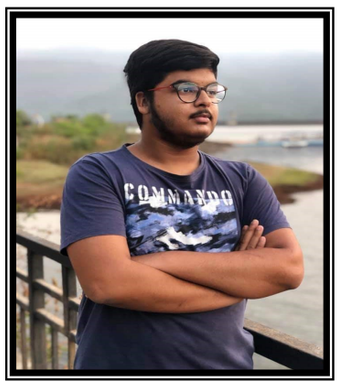

তাই মৃত্যু জীবনকে থামাতে পারেনা কোনদিন। এই বেদনা নিশ্চয়ই মুছে যাবার নয়। কিন্তু এই বেদনা থেকেই আমাদের স্মৃতির মধ্যে শুরু হোক আমাদের ছোট্ট গুল্লুর আর একটি জীবনের নির্মাণ ।
সেই যে এক কবি বলেছিলেন – মৃত্যু মানে ওপাশ ফিরে শোওয়া ।
যে পাশে বেড টি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে অনন্ত সময় ।
পত্রিকার পক্ষ থেকে আমরা আমাদের আজকের এই আত্মকথা’র সংখ্যাটিকে আমাদের আত্মজ অরিন্দম চক্রবর্তী ( গুল্লু) ‘র স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি ।

**আত্মকথা ’ র সম্পাদক বৃন্দ**

Experience is a good teacher, but she sends in terrific bills

# ছোটদের পাতা

## বিষয় — করোনা অন্তরীন

এবার আমাদের পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক প্রসুন গাঙ্গোপাধ্যায় ছোটেদের কাছ থেকে ভাইরাস বন্দী জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা আহ্বান করেছিলেন । তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা পেয়ে গেলাম বেশ কিছু বিচিত্র অনুভুতি এবং অভিজ্ঞতার দিনলিপি। সেই সাথে আমরা অনেক অন্য ধরনের লেখা ও পেয়েছি । তাই এবার ছোটদের পাতা আমরা দুটো পর্ব দিয়ে সাজিয়েছি ... প্রথম পর্ব— করোনা অন্তরীন এবং দ্বিতীয় পর্ব আমার মন যেমন চায় লেখাতে, রেখাতে ...

প্রথম পর্বে লিখেছেন কৌশিক , শুচিস্মিতা , আবীর এবং অহিতি

# How I spend my days in Lockdown

Kaushik Bhattacharjee , Class: VII
BD Memorial International School

During lock down days, I get up at 9:00 AM in the morning. After completing my daily morning activities I practice Mathematics for an hour. Then I sit for my online classes which are held from 10:00 AM to 1:00 PM. On Sundays, I don't have online classes. I have my English tuition. During the initial days of the lockdown, I used to get bored. I couldn't go out. Now I don't feel much bored because sometimes I play board games, I listen to music, go for evening walks. Now we all know how to take protection from this pandemic (Corona virus).I go out for evening walk with my mother. We return home at 7:00 PM. 7:00 PM to 10:00 PM is my study time. On Saturdays, I go to my grandparent's house in the evening. I spend my time with my grandparents, my uncle, my aunt, my sister. This way my days pass by. Sometimes I play video games, sometimes we all see movies. I prepare Sunday breakfast with my father every week. During the lockdown I went for playing with my friends for just 3 days. Later my father bought a new mobile and I got his old one in which I see car racing from YouTube. I have my own set of hot wheel cars and I often play with them. My mother also cooks delicious food items. In this way my days are passing by.

কৌশিক তার লেখার সাথে সাথে কিছু ছবিও পাঠিয়েছে যার মধ্যে এই ছবিটি একদম এই সময়ের প্রতিফলন ।

আমরা পত্রিকার পক্ষ থেকে এই ছবিটি তার এই লেখার সাথে একই পাতায় রাখলাম।

# My Feelings of Covid19 Lockdown

Suchismita Sikdar , Khardah

It was the end of January when we came across the name of an uncommon virus i.e. CORONA VIRUS. I said it 'uncommon' because generally we have not heard about this virus much. But persons in the field of biology commonly came across/ heard this name 'CORONA VIRUS'. So, here came our point of attraction 'NOVEL CORONA VIRUS' which was also named as SARS COV2 or COVID 19.

I studied properties of different viruses like Adeno virus, Rhino virus etc. in our course (microbiology) in the university. But I never thought that some mysterious virus would evolve and put the entire world in 'Pandemic' in our real life. It was my thought that novel corona virus had evolved many years ago but we were unaware about the fact or it remained silent. It also might happen that they were present in bats or rodents means (species similar to rats). As reported, novel corona virus was found in person of Wuhan, China, in meat market or animal market. It might have entered into human body through food, as Chinese people used to eat these types of animals or kept them as their pets and got infected. Generally, normal Corona virus did not infect human beings, but somehow it got mutated (changing of their state). So it was able / empowered to infect humans also.

*NOW, let me describe my feelings when lockdown started:*

It was the beginning of March when breakdown of SARS COV2 started in India. Gradually infection intensified all over India and then our State Govt. had decided of closure of educational institutions, at first schools followed by universities and colleges. The tragic thing is that since 14$^{th}$ March 2020, I had not stepped out of my house till date. Our college professors were in a hurry to complete their syllabus as early as possible anticipating lockdown as our semester exam was scheduled in mid of April. But then everything was on hold!! Initially the closure of colleges and universities was for 21 days but the situation had started worsening and it extended and extended..... The situation was frustrating because of uncertainty of our exams. Also, our Internship which is an important part of our study in M.Sc. was also uncertain. I was always worried about the health of our elderly ones as they were more prone to infection. Then I started habituating with the 'New Normal', attending virtual classes, attending webinar, giving online tuitions and controlling and keeping myself confined in the house. I feel that this period of lockdown and restriction of outside movements / activities shall be the most shadowed and dark days of our life.

Now the Brighter side of lockdown; Initially, I kept myself busy in arranging and preparing for my exam. Then I learned cooking some delicious foods from my mother, grandma and from internet also. Lockdown has also taught me one thing that without PHUCHKA I can live. I started doing regular exercise and modulated my food habits to get into healthy life style and to keep myself fit.

At some point of time I might have got frustrated or haunted by over thinking. But now I am confident that good days will come very soon and everything will become normal as was before the lockdown.

# ।।।করোনা ভাইরাস ১৯ বা কোভিড ১৯ ও আমরা।।।

আবীর গঙ্গোপাধ্যায়
নবমশ্রেনী ,কেন্দ্রীয়বিদ্যালয়, ব্যারাকপুর ( স্থলসেনা )

করোনা ভাইরাস ১৯ বা কোভিড -১৯ ( Novel Corona Virus Disease) এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ভাইরাসটির প্রাদুর্ভাব চিনের উহানপ্রদেশ হলেও এর উৎপত্তিস্থল কোথায় তা এখনো সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। মাইক্রোবায়োলজিস্টরা এই অতিসক্রিয় এবং অতিদ্রুত নিজের জৈব চারিত্রিক পরিবর্তনশীল (মিউটেশন) ভাইরাসটির খোঁজ বহু আগে পেলেও ২০১৯ সালের শেষেরদিকে এর প্রকোপ দেখা দেওয়ার এটির নামকরণ করেন করোনা ভাইরাস -১৯ বা কোভিড ১৯। ২০২০সালের প্রথমথেকেই এই মারণ ভাইরাস সারা পৃথিবীব্যাপী মানুষের মধ্যে জাল বিস্তার করতে থাকে। এর সংক্রামণের ফলে জ্বর, গলায়ব্যথা, বমিবমি ভাব, সঠিকভাবে শ্বাস নিতে না পারা, শারীরিক দুর্বলতা, খাবারের স্বাদ না পাওয়া, গন্ধ শুঁকতে না পারা, প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। শিশু, বৃদ্ধ, যাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম বা যারা অন্য কোন রোগ যেমন সুগার বা ডায়াবিটিস, হাঁপানী ইত্যাদি রোগে আগে থেকেই ভুগেছে তাদের খুব সহজেই এই ভাইরাসটি কাবু করে দিতে পারে। শ্বাসনালীতে বাসা বাঁধে আর সহজেই সংক্রামণ ছড়িয়ে মৃত্যু ঘটায়। হাঁচি-কাশি থেকেই সংক্রামিত হয় এবং নাক, মুখ আর চোখের ভিতর দিয়ে অন্য দেহে প্রবেশ করে। সাবানজলে এর দেহের উপর আবরণ সহজেই নষ্ট হয়ে মারা পড়ে। তাই নিজের নিজের নাক, মুখ, চোখ ত্রিস্তরীয় পাতলা কাপড়ের আবরণী দিয়ে ঢেকে রাখা আর বারবার সাবান জলে হাত ধুলে এর থেকে রেহাই পাওয়া যাবে বলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের অভিমত।

একসাথে বেশি লোকের সমাগম বা যাতায়াতের ফলে রোগটি ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায় বলে WORLD HEALTH ORGANISATIONS বা বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং আমাদের ভারতসরকার ও রাজ্যসরকারের উদ্যোগে লকডাউন জারি করা হয়। ২২শে মার্চ থেকে লাগু হওয়া এই লকডাউনের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরিযায়ী শ্রমিক আর দৈনিক খেটেখাওয়া মানুষের দল। চারিদিকে সব রকম কাজ বন্ধ। মজুরী না পেয়ে, খাবারের অভাবে , ট্রেন বাস না থাকায় শত শত কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসার তাড়নায় ক্লান্ত কিশোর শ্রমিক মারা পড়েছে। পরবর্তীকালে সরকারি উদ্যোগে তাদের ঘরে ফেরার জন্য বিনাভাড়ায় 'শ্রমিকস্পেশাল ' নামে ট্রেন এবং বাস চালু হয়। ফেরার পথে তাদের জন্য জল ও খাবারের ব্যবস্থা, নিজ নিজ রাজ্যে ফেরার পর তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা, প্রয়োজনঅনুযায়ী সরকারী ব্যবস্থা মতো জায়গায় বা গৃহ অন্তরীণ থাকা এসব সরকার করলেও তারই মধ্যে রেলস্টেশনে রোগে আক্রান্ত মৃত মায়ের আঁচল ধরে অবোধ শিশুর ঘুরে ঘুরে 'মা'কে ডাকার চলচ্ছবি "পথেরপাঁচালীর" করুণ দৃশ্যকেও হার মানায়। দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সরকারি রেশনপদ্ধতি উন্নত করা হলেও তা যথাযথ না হওয়ায় সমাজসেবী সংস্থাগুলো যেভাবে এগিয়ে এসেছে এবং সাধারণ মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে অভুক্তদের খাদ্য বা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করে চলেছে তাতে আমি ও পারিবারিকভাবে অংশ নিতে পেরে মানসিক তৃপ্তি লাভ করেছি।

আমাদের বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হওয়ায় আগেই লকডাউন শুরু। ষান্মাসিক ও শ্রেনীভিত্তিক পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করেই উত্তীর্ণ করা হয়েছে। আমরা গৃহবন্দি তখন থেকেই। বন্ধুদের সাথে হাত ধরাধরি করে নতুনশ্রেণীর গন্ধ আজও পেলামনা। দীর্ঘদিন ছুটির পর এখন অবশ্য অনলাইন পড়া শুরু হয়েছে। বন্ধুদের আর শিক্ষক শিক্ষিকাদের দেখতে পেয়ে মনটা একটু হলেও হালকা হয়েছে। কিন্তু খেলার মাঠ, এন.সি.সি.স্যর, আমপানে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা গাছগুলো, ড্রাইভার কাকু, সিকিউরিটি কাকুদের গুডমর্নিং, প্রথমশ্রেনিতে পড়তে আসা ভাইবোনকে হাত ধরে পৌঁছে দেওয়া, আমাদের যে কোন দরকারে এগিয়ে আসা শিক্ষা সহকর্মী কাকু মাসীদের নজর যেন হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়। এর মাঝে স্মার্টফোন বা ল্যপটপ, ট্যাব, কম্পিউটার নতুন বন্ধু হয়ে গেছে। এখন আর মা বাবা এগুলো ব্যবহার করার জন্য বকাবকি তো করেইনা উলটে মা এখন সময় পেলেই ইউটিউব থেকে রান্না করা শিখে নতুন নতুন খাবার বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। আমি অবশ্য এইসময় ছবি আঁকা, গানকরা, কবিতা বলার মতো ভালোলাগার ব্যাপারগুলো চর্চা বাড়িয়ে দিয়েছি। এসবের মধ্যেও বলতে পারি আমরা ভালো নেই। ঘরে বসে বসে খাঁচারপাখি আর বনের পাখির গানটার মানে বুঝতে পারছি।

এটি লেখা পর্য্যন্ত সারা বিশ্বে এখন মৃত্যুর সংখ্যা অনুযায়ী ভারত চতুর্থস্থানে। ঘনবসতি পূর্ণ এদেশের অধিবাসীদের রক্ষা করার জন্য সরকার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে চলেছে। মুখাবরণ ব্যবহার,বারেবারে সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার, চোখে নাকে মুখে অপ্রয়োজনে হাত না দেওয়া, ভীড় এড়িয়ে চলা এইধরনের কয়েকটি বিষয় মেনে চললে আর জনসাধারণ সচেতন হলেই আমরা বাঁচতে পারবো। মনে মনে আমরা সবাই আতংকিত। দেশবিদেশের ডাক্তার বিজ্ঞানীরা প্রতিষেধকের সন্ধানে দিনরাত চেষ্টা করে চলেছেন। পৃথিবী নিশ্চয়ই একদিন এই মারণরোগ থেকে মুক্ত হবে আর আমরাও খাঁচা ছেড়ে বাইরে যেতে পারবো।

বিশ্বকবির কথায় বলি –
"ভয় হতে তব অভয় পথে নুতন জীবন দাও হে”

# লকডাউন ডায়েরি

অহিতি

ছোটবেলায় কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসার পরেই, মা'র প্রথম ফরমাশ থাকত সেই জায়গায় বেড়ানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখে ফেলার। কিন্তু বড় হয়ে যাওয়ার পর সেই ফরমাশ আর আসেনি। তাই অভ্যেসটা চলে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে শুনলাম আত্মজার "আত্মকথা"-তে লিখতে হবে লকডাউনের অভিজ্ঞতা নিয়ে। বেশ মজা লাগল ব্যাপারটা। আগে লিখতে হত বাইরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা, আর এখন লিখতে হবে ঘরের মধ্যে বন্দী থাকার অভিজ্ঞতা!! শেষমেশ কলম তুলে নিলাম হাতে।

COVID-19; CORONA VIRUS; QUARANTINE কিছুদিন ধরেই এই নতুন শব্দগুলো আমাদের আতঙ্কিত করছিল। যুক্ত হল আরও একটি শব্দ "LOCKDOWN"। জানলাম, বেশ কিছুদিন বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে না। স্কুল; কলেজ; অফিস সব বন্ধ থাকবে, এমনকি বন্ধ রাখতে হবে বেশ কিছু জরুরী পরিষেবাও- আমাদের পৃথিবীর নতুন অতিথি CORONA VIRUS' এর জন্য। তিনি যতদিন না দেশ ছাড়ছেন, আমরাও আমাদের ঘর ছাড়তে পারব না। অতএব- "Stay Home, Stay Safe"...

পরিবেশ পরিস্থিতি হঠাৎ বদলে যাওয়ায়, প্রথমটায় খুব মুষড়ে পরেছিলাম। কিন্তু যখন বুঝলাম এই গৃহ বন্দী দশা থেকে আমাদের সহজে মুক্তি নেই, অগত্যা এই বন্দী জীবনেই মুক্তির উপায় খুঁজতে লাগলাম। খুঁজে বার করলাম বেশ কিছু পুরনো গল্পের বই; আঁকার খাতা; তুলে ফেললাম নতুন নতুন কিছু গান। কিছুদিনের মধ্যে শুরু হয়ে গেল বিভিন্ন গ্রুপে অনলাইন প্রোগ্রাম এবং কলেজের অনলাইন ক্লাস। ঘরে বসেই বন্ধুদের সাথে, একসাথে ক্লাস করা-এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। অনলাইনে পয়লা বৈশাখ; পঁচিশে বৈশাখ; নজরুল জন্ম জয়ন্তী উদযাপন তো আজীবন মনে রাখার মতন- ভোর বেলা থেকে শুরু করে রাত্রি অবধি নয় থেকে নব্বই বছর বয়সী বিভিন্ন চেনা অচেনা মানুষের সাথে গান; গল্প; কবিতা; আড্ডায় থাকা, এও এক দারুন মজার অভিজ্ঞতা। এর মধ্যে এক অনলাইন গানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি এবং টপ টেন'এ সিলেক্টেডও হই। লকডাউন জীবনে এও আমার এক পরম প্রাপ্তি।

এতদিন রুটি-লুচি শুধু ফুলতেই দেখেছি। কিন্তু কেমন করে ফোলাতে হয়, তা লকডাউনই আমাকে শেখালো। বিভিন্ন বেকারির কেক খেয়ে খেয়ে এত্তো বড়টি হলাম আমি, কিন্তু নিজের হাতের বানানো কেক যে সবথেকে সুস্বাদু হয় তা প্রথম জানলাম বাবা মা'র মুখে তৃপ্তির হাসি দেখে- নিজে হাতে কিছু করে খাওয়া ও খাওয়ানোর সুখ যে কি, তা বুঝলাম।

কিন্তু তবু এই অনিশ্চিত বন্দী জীবনের জন্য, Lockdown'কে জিন্দাবাদ না বলে, বলি- Lockdown Bye Bye ... এবার আমরা বেরোতে চাই। আর এই সবকিছুর জন্য দায়ী যে নতুন অতিথি CORONA VIRUS তাকেও আর অতিথি হিসাবে মানতে পারছি না। বরং তার উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলব- "ভাই CORONA, এমন করোনা, টানো তোমার রাশ। COVID-19 তোমাকে জানাই চিরবিদায়।"

প্রকৃতি মা, তুমি ও সুস্থ হয়ে ওঠো। আমাদের সকল দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে, এই পৃথিবীকেও সুস্থ করে তোল ।

" জ্বালাও আলো, আপন আলো
সাজাও আলো, ধরিত্রীরে।।"

ছবি — অহিতি

# ছোটদের পাতা

বিষয় — আমার মন যেমন চায়
লেখাতে , রেখাতে.....

এই পর্বে কলম নিয়ে এসেছেন ... অহনা , ইমন , ঋতায়ন ...

আর হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ , এসেছেন ... স্বয়ম্ভু , মোহর , পুজা , কৌশিক , তপস্যা ...

# The King who Made A Road

By

**Iman Ghosh, Class-VII, St. Claret School, Barrackpore**

Name: Sher Shah Suri
Original name - Farid Khan
Born - 1472 Sasaram
Died - 1545 Kalinjar Fort
House - Suri Empire
Buried - Tomb of Sher Shah Suri
Successor - Islam Shah Suri

Have you ever driven or walked on G. T. Road? Of course, you have either gone via it or seen pictures of it. This road was made by the great king Sher Shah Suri. After hearing this, the first thought which came into my mind is that this road is so old and till today we are using this road to travel to Patna and many other places. I know after hearing this a question will come to all of your minds that who was this Sher Shah Suri.

Sher Shah Suri was a king famous for warfare and and also for welfare of the people of his huge kingdom. He was a brilliant administrator both in military and civil affairs. Even the Mughals was very scared of his power. He also did a splendid and smooth way of trade and commerce. The main thing that made the trade so smooth is the construction of good roods like G. T. Road.

Another example of Sher Shah's engineering genius is his Tomb which was designed by Shah himself. Construction of this Tomb did not take much time and many workers. Only forty-three workers completed it in one and a half year. It was made with baked bricks and wood. The staircase which led to the main entrance was made of sand and mud. There was several gates to reach the main gate and inside there are many doors to enter and to exit. After his death, Sher Shah Suri was buried in this Tomb, picture of which is given below.

Information and picture Source: World Wide Web

# LAND OF THUNDER DRAGON ------ BHUTAN

Ahana Basu

A cleanest and devoid of any sound is what I felt after coming at Bhutan. Traveling to Bhutan the first thing I realized is the importance of light in our life.

And secondly, I also realized that there is a thought and a prime believe that women are parallel to men. Everywhere I visited starting from, bazaar to hotel rooms, all workers are female labor.Now coming to places that we visited. Thimpu, the capital of Bhutan, and consists of the most attractive the house of King, as we know that the Bhutan government follows rule of King and Queen. Thimpu Court, Monasteries , Mountains, and Fountains.

As I mentioned earlier that I learnt the importance of light in our life, so coming to that story.That there was a situation where we have to travel for eight hrs in the car, at night, mountain and we are traveling side by side, no lights in the road, no sound of fountains, no winds, the situation is that we could never come back in our normal life and going to someplace of horror or you may say mysterious.

And the twist happened when we were passing through the same road while in the day time the scenery was heaven, green valley, mountain, blue angel fountain and birds, some common animals, etc.The library we visited, and also Buddha bites, the largest statue of Buddha, a beautiful place.

As we were seven families, I also learnt, how human being are, hundred people with hundred attitudes.

We only faced the problem at the permit office, but I must say it's a problem for old generation but for young generation it’s a new experience.

So here I went through my experience with lots of do and don't s...

Picture Courtesy -

Ahana Basu

# কিছু সংলাপ, কিছু প্রলাপ

ঋতায়ন চট্টোপাধ্যায়

১৭৫৭ খৃষটাবদে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে এসেছিল প্রধানত ব্যবসা করতে। কিন্তু এখন তারা রাজত্ব কায়েম করেছে। এভাবেই দেখতে দেখতে শাষন শোষন , প্রতিশ্রুতি হয়ে গেল প্রতারণা। পুরানো বই টা আলমারি থেকে পাওয়া মাত্রই সেটা খুলে পড়তে বসে গেছি। পড়তে পড়তে সময়ের কথা মনেই নেই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝলাম, অনেক দেরি হয়ে গেছে। দুটো বেজে ১০ মিনিট। ভাবলাম আজ থাক, কাল সকালে আবার পড়ে নেবো বাকিটা। এই বলেই শুতে গেলাম। কিছুক্ষণ পর ঘুম ভেংগে গেল কি যেন একটা আওয়াজে। কামান থেকে গোলা ছুড়লে যেমন আওয়াজ হয় , অনেক টা সে রকম।

কিন্তু আওয়াজটা খুব অদ্ভুত ধরনের, ধড়পড় করে উঠে বসলাম, আর **দেখলাম** প্রকান্ড একটা মাঠ তার দু ধারে সারি সারি সৈন্য, লাখ লাখ হাতি,ঘোড়া আর গাদা গাদা অস্ত্র- শস্ত্র। আমার বুঝতে অসুবিধা হল না যে একদিকে যেমন ব্রিটিশ আর অন্য দিকে দেশীয় রাজা। দেখতে না দেখতেই চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল, , কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম 'মাষটারদা সূর্য সেন ' আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, হ্যাঁ, ঠিক ই দেখছি, মাষ্টার দা আমার সামনে দাঁড়িয়ে। সামান্য কয়েক হাত দূরে একটা চেয়ারে বসে আছেন। বসে আছেন বললে ভুল হবে, বসিয়ে রাখা হয়েছে বলাই ভালো। তাঁর হাত-পা লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। দেখতে দেখতেই কোথা থেকে যেন কয়েক জন ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার এসে হাজির, বেধড়ক মারধর শুরু হয়ে গেছে, এরই মধ্যে আবার কেউ একজন একটা যন্ত্র দিয়ে মাষ্টারদার হাতের আঙ্গুলের নখ গুলো উপড়ে ফেলছে। কি নৃশংস ঘটনা। এতো রক্ত দেখে আর সামলাতে পারলাম না। চিৎকার করতে লাগলাম, উঠে বসে পড়লাম। ব্যস, একটা ভুল করে বসলাম, তারা দুজনেই একসাথে আমার দিকে ঘুরে তাকালো , কি ভয়ঙ্কর তাদের দৃষ্টি। আমার তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার যোগাড়। একবার মনে হলো, হেচে দিই, যদি করোনা ভেবে ভয়ে পালিয়ে যায়। হাঁচতে যাচ্ছি, অমনি সব অন্ধকার হয়ে গেল, । এবার ভেবেই রেখেছি যদি আবার কেউ আসে, তাকে জুতো পেটা করবো। হঠাৎ একজন বলে উঠলো, আরে তুইতো জুতোই পরিস নি।

সত্যিই তো আমি তো শুতে গেছিলাম খালি পায়ে। পাশ থেকে আরেক জন বলে উঠলো, ওসব করে লাভ নেই,।

হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি, কি সুন্দর একটা বাগান, কতো ফুল ফুটে রয়েছে গাছে গাছে, আর কতোনা প্রজাপতি , মৌমাছিদের আনাগোনা। দেখলাম দোতলা একটা বাড়ি, ' বাড়িটা আগে দেখেছি' কিন্তু কিছুতেই যেন মনে করতে পারছিনা যে আগে কোথায় দেখেছি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ওটা তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি, শিলাইদহে।দুতলার বারান্দা থেকে আওয়াজ এলো ,"সোজা দরজা দিয়ে ঢুকে দেখ ডানদিকে একটা সিঁড়ি পাবি, সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁদিকে চারটের পর পড়বে, তাদের মধ্যে তিন নম্বর ঘরে ঢুকে সোজা এলেই আমাকে দেখতে পাবি"। আমি সেই মতো দু'তলায় উঠে তিন নম্বর ঘরে ঢুকে সোজা এসে দেখলাম একটা ছোট গোল টেবিল, তার ওপর পালকের কলম আর তার সাথে কিছু পাতাও রাখা রয়েছে তাতে কিছু লেখাও আছে। চেয়ারে বসে আছেন যিনি, তিনিই হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।" ভাবলাম এ সুযোগ তো ছাড়া চলবে না। যদি একটা অটোগ্রাফ পাওয়া যায়, " আমি তো বলেই ফেললাম, স্যার, বলছিলাম কি যদি অটোগ্রাফ " আমার কথা থামিয়ে দিয়ে উনি বললেন, " কাগজ, কলম নিয়ে এসেছিস, ? " আমি বললাম, স্যার, ' তুই তোকারি করছেন, আমি কলম , কাগজ সঙ্গে আনিনি, ওখানে রাখা একটা কাগজ দিয়ে বললাম, এটাতেই অটোগ্রাফ দিন স্যার, উনি খুব রেগেই গিয়ে বললেন,' ওটা আমার কবিতার খাতা, ওটাতে কি অটোগ্রাফ দেওয়া যায় রে আহাম্মক' ।

তারপর উনি অবশ্য সস্নেহে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, " কোথায় থাকিস," ? আমি বললাম স্যার, "হাতিবাগানে, মানে আপনার বাড়ির খুব কাছেই তো, আপনার পাড়ার ছেলে বলতে পারেন". । উনি আরো জিজ্ঞেস করলেন," আমার লেখাগুলো পড়ছিস, কেমন লাগলো ? " আমি দেখলাম যে "সোনার তরী, আর গল্পগুচ্ছ বইটা খোলা রয়েছে, খানিকটা পড়ে দেখলাম আবার। মনে হলো এই জন্যই তিনি বিশ্বকবি, অমর হয়ে আছেন আমাদের মননে, চিন্তা- ভাবনায় আর জীবন যাপনে।

এরপর আমি ওনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম, আর সেই মহাকবি আমায় অকুন্ঠ আশীর্বাদ করলেন , বললেন, সত্যিকারের মানুষ হিসেবে সকলের কল্যাণে লাগো। মানবতাকে সবার ওপরে স্থান দিও। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেলো।

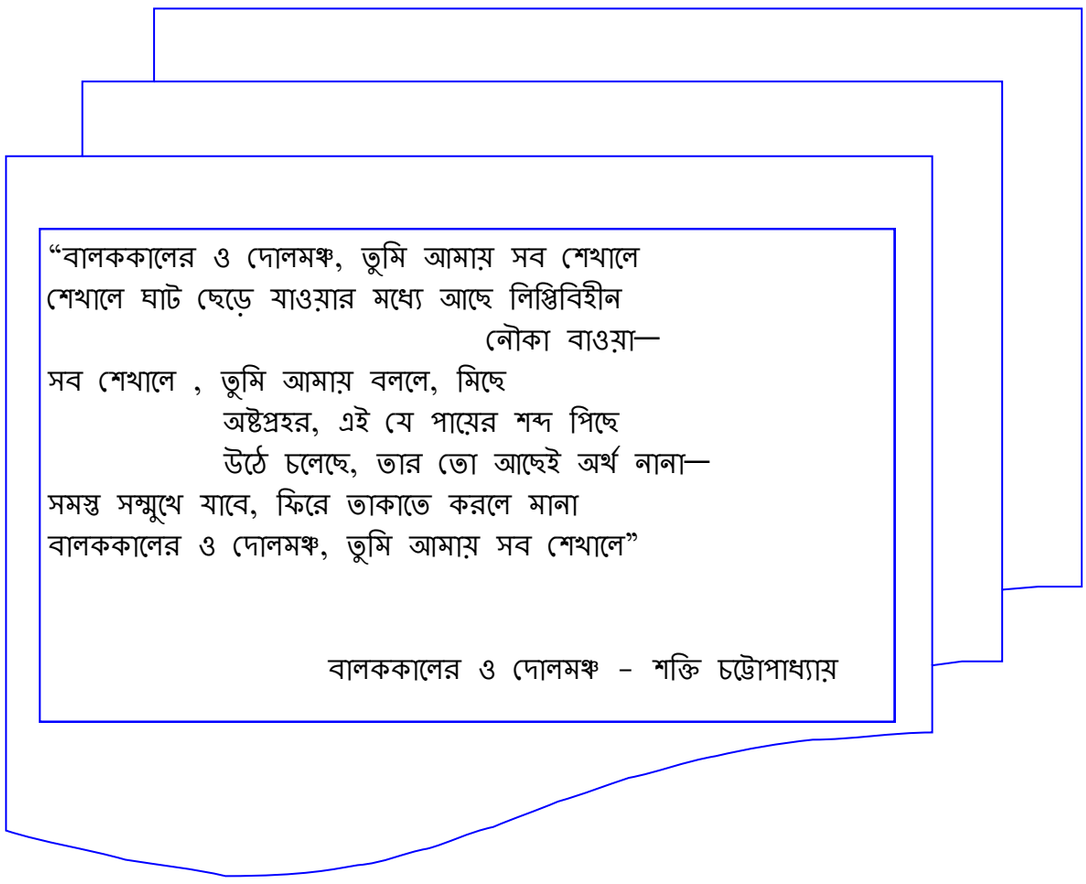

রঙে আর রেখায় ছোট্ট মোহর... বর্ণনা করছেন মা ময়ুরী দত্ত

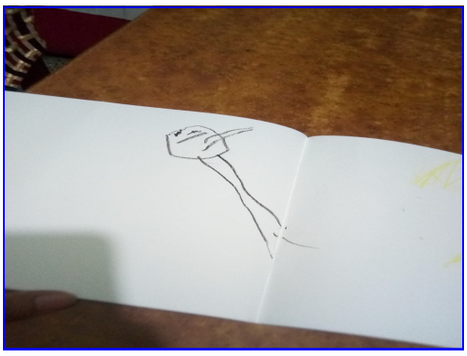

১।
সুকুমারীয় রঙে রঙীন

(একেবারে নিজে নিজে রঙ করেছে, এত নিখুঁত এই প্রথম, তাই সকলের মাঝে ভাগ করে নেবার লোভ সামলাতে পারলাম না )

২।
কাক্কেশ্বর, কুচকুচে হবার প্রাক্ মুহূর্তে

(প্রথম কোন পাখি আঁকল,ঠোঁটের ধারণাটা দেখেই ছবিটা দিলাম)

৩। মেয়ের বাবা

আঁকতাম, মেয়েকে নাক,চোখ ইত্যাদি চেনানোর জন্যে। মেয়েও গোল করে আঁকত দেখে দেখে।হঠাৎ একদিন এটা এঁকে আমায় দেখাচ্ছে।বলছে,'বাবা বাবা'।বারবার জিজ্ঞেস করায় ইশারায়(কথা বলছে এখন অল্প অল্প) বোঝালো বাবা ফুঁ ফুঁ, তখন ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার কাছে - ঠিক ঠোঁটের জায়গাতেই সিগারেট আর আশেপাশের পেন্সিলের টান গুলো হল তার ধোঁয়া!

এটি ৫মাস আগের আঁকা,আড়াই বছর বয়সে।
(বিধিসম্মত সতর্কীকরণঃ ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, ইহা ক্যান্সারের কারণ)

রঙে আর রেখায় ছোট্ট কৌশিক...

রঙে আর রেখায় ছোট্ট স্বয়ম্ভু পাত্র এবং তপস্যা ঘোষ...

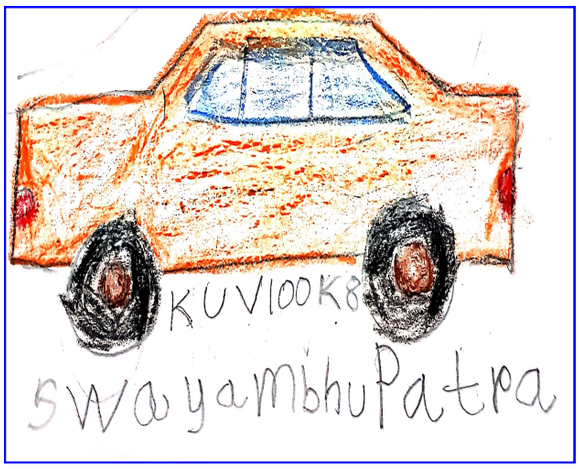

রঙে আর রেখায় আর এক আত্মজা পুজা দত্ত...

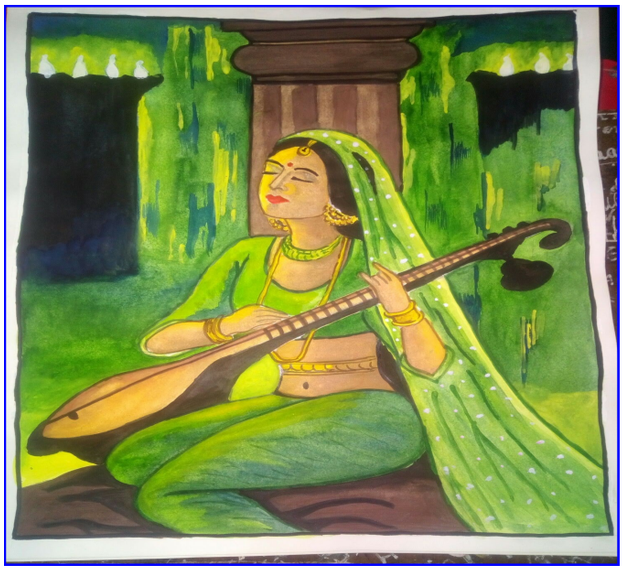

# মাদাম কুরির কথা

ঈশিতা দে

বিজ্ঞানী মাদাম কুরির নাম আমরা সবাই জানি। তিনি তেজস্ক্রিয়তা বিষয়ে নতুন কাজ করার জন্য ১৯০৩ সালে পদার্থবিদ্যায় বিশুদ্ধ রেডিয়াম নিষ্কাশনের পদ্ধতি আবিষ্কার করার জন্য ১৯১১ সালে রসায়ণে নোবেল পুরস্কার পান। প্রথমবার স্বামী পিয়ের কুরির সাথে , দ্বিতীয়বার একা। ১৯৩৫ সালে তাঁর মেয়ে আইরিন আর জামাই ফ্রেডেরিক জোলি ও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের জন্য রসায়ণে নোবেল পান। আবার ১৯৬৫ সালে তাঁর ছোট জামাই হেনরি লেব্যুসে নোবেল শান্তি পুরষ্কার পান ইউনিসেফের ডিরেকটর জেনারেল হিসাবে।

ভাবা যায়! একই পরিবারে পাঁচ পাঁচজন নোবেল জয়ী !

তবে আজ আমি যখনকার গল্প করতে বসেছি , মাদাম কুরি তখনো মাদাম কুরি হননি। মারী স্কলোদভস্কা তখন ছাত্রী, স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সোনার মেডেল পেয়ে, চার বছর বড়লোকের বাড়িতে মেয়েদের পড়িয়ে, টাকা জমিয়ে, পারীর সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেছে, পদার্থবিদ্যায় প্রথম স্থান পেয়েছে। পোল্যান্ডের ওয়ারসাতে ফিরেছে কিছুদিনের জন্যে। ইচ্ছে সরবোন থেকে আর একটা মাস্টার্স করা – এবার অঙ্কে। কিন্তু পয়সার অভাব। বাবা রিটায়ার্ড , বয়স হয়েছে , খরচও বেড়েছে। দাদার ডাক্তারি পড়া শেষ হয়নি , দিদির ডাক্তারি পড়া শেষ হয়েছে কিন্তু পসার তেমন জমেনি তখনো।

সরবোনে বোধহয় আর যাওয়া হলনা। মারী ভেবে আকুল । কি করা যায় ? এমন সময় সাহায্যে এগিয়ে এলো আর এক দিদি নস্কা । সরবোনে অনেক সময় তাকে মারীর দিদির ভুমিকায় দেখা গেছে। একবার সে মারীর সঙ্গে আলাপ করতে আগ্রহী একদল ছাত্রকে ছাতা হাতে তাড়া করেছিল। এবার সে সারা ওয়ারসা চষে ফেলে মারীর জন্য স্কলারশিপ জোগাড় করে ফেলল। পনেরো মাসে ছয়শো রুবল। মারী আবার সরবোনে চলে গেল । অঙ্কে মাস্টার্স হয়ে গেল। এবারেও দারুন রেজাল্ট।

ওয়ারসাতে ফিরে মারী গেল আলেকজান্দ্রোভিচ স্কলারশিপ কর্তৃপক্ষের কাছে। তাঁরা ভাবতে বসলেন – এবার মেয়েটা কী চায়! কর্তৃপক্ষকে হতভম্ব করে মারীর জবাব – ধন্যবাদ , আপনাদের জন্য আমি দ্বিতীয়বার সরবোনে যেতে পারলাম। এবারে আমি টাকাটা ফেরত দিতে চাই। সে কি ? হ্যাঁ আমার পড়া শেষ। চাকরি করে এই টাকাটা জমিয়ে ফেলেছি। দয়া করে যদি ফেরত নেন তাহলে আরো একজন গরীব ছাত্র বা ছাত্রী পড়ার জন্যে বিদেশে যেতে পারবে।

ওই স্কলারশিপের ইতিহাসে এইরকম ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি । তাকে দেওয়া স্কলারশিপের টাকাটা মারী সম্মানের ঋণ হিসেবেই নিয়েছিল।

তথ্যসূত্র – মাদাম কুরির জীবনী , লেখিকা – ইভ কুরি , অনুবাদিকা – কল্পনা রায়

**“ডানা যদি নাও থাকে , হৃদয় বিছিয়ে দিয়ে মানুষ বহুদুর উড়ে যেতে পারে”**

নিয়মিত বিভাগ — এই সংখ্যায় বলছেন শ্রী প্রভাত চট্টোপাধ্যায়

বিষয়— দেশ বিদেশের পাখী

# পাখীদের কথা

প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়

আজ প্রথমদিন এই বিভাগে আমরা এমন সব পাখিদের কথা বলবো যারা আমাদের গান শুনিয়ে মাতিয়ে দেয়। সাহিত্য, কবিতায় এই সব পাখিদের কথা প্রায়ই উল্লেখিত হয়। বড় বড় কবি যেমন রবীন্দ্রনাথ, শেলী,কীটস, বায়রন এই গান গাওয়া পাখিদের বর্ণনা পাওয়া যায়।

তবে পুরুষ পাখিরা গান গাইতে ওস্তাদ। বিভিন্ন ধরনের পাখিদের গান গাওয়ার ঢঙ বা রীতি আলাদা রকমের।সুর ও ছন্দের অনেক তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়।

থ্রাশ পাখি এই রকম একটি পাখি যারা তাদের মিষ্টি সুরের মূর্ছনায় আমাদের মন ভরিয়ে দেয় অনাবিল আনন্দে। এই পাখিরা সাধারণতঃ এশিয়া, ইউরোপ,ও আফ্রিকায় দেখতে পাওয়া যায়। থ্রাশ পাখি এমনি গান গাইতে পারে,যার মধ্যে যেমন সুরের বৈচিত্র্য আছে, তেমনি এমন মাধুর্য্য আছে, যা আমাদের মন ভালো করে দেয়।

এই পাখিদের আবার নাম রাখা হয় তাদের গানের সুরের ওপর ভিত্তি করে। থ্রাশ পাখি গাছের ওপরের ডালে বসে মিষ্টি সুরে গান গাইতে থাকে। আবার কখনো কখনো গানের সুরের তিন চার বার পুনরাবৃত্তি করে থাকে। এই পাখিরা সাধারণতঃ ৮- ৯.৫ ইঞ্চি লম্বা হয় আর ওজন প্রায় ১১০ গ্রাম হয়ে থাকে। থ্রাশ পাখিরা সাধারণতঃ জঙ্গলে, শহরতলির বাগানে বা পার্কে বাস করে। সারা বছরে তারা অনেক দূরত্ব অতিক্রম করে থাকে।

ছবি— ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

# Best Placed Plans

Sahana Krishnamurthy

Like the herd of couples thriving to enter the new phase of life, we too were one among them. For reasons unknown we weren't bestowed with a natural process yet, however we always had it in mind to go for a heart pregnancy irrespective of a natural one. There were ups and downs while we prepared and embarked on this journey.

The very first challenge was to bring both set of parents on the same page. It was a new concept all together for them. Years back we became the flag bearers of "love marriage" in our family, we were the first again to go for a different way of parenthood. It took time and patience, and every minute vested was worth it.

The awakening about the ground reality of processes, time and duration happened when we googled on how to go for it. We came across CARA and read through the website. Luckily we were in the national capital that time and could book a counselling session with CARA. This counselling cleared all those notion of our mind.
The preliminary tasks were completed with ease, like filling up forms, document submission followed by a home study. Then the difficult phase started, The Wait. This was the biggest challenge ever as it's indefinite and certainly long enough to drive anyone crazy. However after about nine months we came across a referral through Immediate Placement. That was the most exciting moment of our life. The thrill of meeting our daughter was beyond explanation.
In a weeks' time we were sitting across people in a SAA (State Adoption Agency) conversing on our life, reasons for taking this decision and many more. Our hearts pounding louder than the conversation and desperately waiting for the agency attendants to bring along our bundle of joy. The "moment" arrived. Our hearts melted immediately looking at her, there was no better feeling than holding her for the first time. That was when it dawned, the most exciting and adventurous journey of parenthood had begun.

Those twinkling eyes and toothless smiles were what we waited for so long. We completed the entire process of foster care with plenty of challenges at the agency. There were several human and procedural frictions during the process. However, all is well when it ends well. We were home and she had a warm welcome from the entire family.
Our time and energy now was directed in her upbringing and pampering. She became our centre of attention and still is. Her arrival was like breaking all the spells. Our world was full of love and laughter. For us she is a blessed child, after we celebrated her second homecoming the very next week we discovered we were on our natural family way.
Today when I look at us I can confidently say Almighty will always have best plans for everyone, the only catch is to have faith and patience.

(*Our story began with two states falling in love to make a family of heart and blood. Our simple life goal is to nourish it beyond societal formatives with love and laughter. I and my spouse Rishu Kumar along with our daughters Aadhya and Adwika would like to thank Aatmaja for this opportunity to share our life story with you all.)*

# এখনই সময় সচেতন হওয়ার

ময়ূরী দত্ত

কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

নিজের অনেরকম শারীরিক অসুস্থতায় আমি সন্তান হবার আগেই ভ্রূণাবস্থায় তাকে শরীর থেকে আলাদা করতে বাধ্য হয়েছিলাম।নইলে আজ, আমার মেয়ে,যে প্রকৃত অর্থে আমার শরীরের ভিতরে না থাকলেও,খুঁজেছিল তার মা-বাবাকে,ঠাম্মা -দিদা-দাদু-দিদি-ভাই-মামা-মাসীকে... তাকে বুকে ধরবার সুখ কি, তা বুঝতে পারতাম না। আমার বায়োলজিক্যাল সন্তান হতেই পারত অসুস্থ,আমার শারীরিক কন্ডিশন অনুযায়ী। সেক্ষেত্রে দত্তক নিলে আপাতভাবে জানা যায় বাচ্চাটি সুস্থ কিনা। তারপরেও আমি আর হাজব্যান্ড সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছিলাম, পরবর্তীতে যে কেউই অসুস্থ হতে পারে, আমরা যাকে নিতে চলেছি, সেও যদি তেমনও হয় আমরা তাকেই গ্রহণ করব। বায়োলজিকালি কি ফেলতে পারতাম? আমাদের দত্তকের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য হয়েছিল সচেতনতার। পরিবারে দত্তক সন্তান আমার মাসতুতো বোন কে দেখে, তাকে ভালবেসেই বড় হয়েছি।আলাদা করে তাকে ভাবতেও পারিনি কখনো।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি।যদিও সবার কাছে পড়াশোনার সমান গভীরতা, পারিবারিক শিক্ষা,সর্বোপরি, সচেতনতা সমান আশা করা মুশকিলের।

আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রায় তিনবার  অপারেশন হয়েছে, ইউটেরাস এ টিউমারে ভর্তি হয়ে যায় মাঝেমধ্যেই,কখনো অপারেশন না করলেই নয়, কখনো অ্যাবরশন হয়ে যায় আপনা থেকেই। খুব কষ্ট পায় বেচারী। আমার দত্তক নেওয়ার সিদ্ধান্ত স্বভাবতই ওর আর ওর মায়ের ইতিবাচক লাগে। ওরা আমার বাড়ি আসে মেয়ের জন্মদিনে বর নিয়েই। কিন্তু,ওর বর কে ও রাজী করাতেই পারে না কারণ ওর বর নাকি বলেছে, এইসব বাচ্চাদের বংশগত কোন সমস্যা আছে কিনা তা জানা থাকেনা।

আমায় ছোটবেলায় আমার পরিবারই শিখিয়েছিল- যখন আমার ছোট মাসী দত্তক নেন। কার বাচ্চা আমাদের তো জানার প্রয়োজনই নেই! আইনি ভাবে জানা অনুচিতও। আর,ঠিক কি পরিস্থিতিতে সে বায়োলজিকাল পরিবার-ছাড়া, আমরা সেটাও জানিনা। হতেই পারে খুব গরীব, সচেতনতার অভাবে সন্তানধারণ ও তারপরে শিশুটি খেয়ে-পরে বাঁচবে বলেই দিয়ে গেছেন হোমে কিংবা এক্সিডেন্ট এ মা বাবার মৃত্যু, হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি অনেক কারণই থাকতে পারে! কিন্তু সবার আগে সে শিশু! তার কি অপরাধ হতে পারে যে সে বায়োলজিকাল পরিবার-হারা বলে সে আর কোনদিন বাবা মা'র ভালোবাসা , স্নেহ  পাবেনা!

তাই মেয়ের সুখেই আমি মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছি। স্তন্যপান করাতে না পারি, আজ আমি তাকে স্নেহপান করাই!

দত্তক নেওয়া কোন অপরাধ নয়। তাই, সমাজের কাছে না লুকিয়ে সত্যি বলাটাই বাঞ্ছনীয় । শিশু যখন গল্প শুনে কল্পনা করতে শিখবে, তাকে প্রথমে কৃষ্ণ, পরে কর্ণের গল্প বলুন।তাদের যেমন এক মায়ের পেটুতে তারা ছিল,জন্মদিন হল,তারপরে আরেক মা কেও পেল।এইভাবে শুরু করুন।

অনেকে ভয়ে লুকোন, বড় হয়ে সত্যিটা শোনার পর যদি সে না মানে আমাদের - এই ভয়ে। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাদের ছোট থেকেই ধারণা দেওয়ার যাতে ওদের মধ্যে একটি পরিস্কার ছবি গড়ে ওঠে। তাতে পরবর্তীতে ওদের আমাদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা অনেক সহজ হয়। অন্য পাড়াপ্রতিবেশি, আত্মীয় বন্ধুদের থেকে শুনলে তারা ভাবতে পারে বাবা মা কেন লুকিয়েছেন!  এতে আমার জানা একজন এডপ্টেড চাইল্ড সুইসাইড এটেম্পট করতে গেছিল। সেখানে

দেখি, আমার যে বোনটি এডপ্টেড, যখন নিচু ক্লাসে পড়ত, ওদের স্কুলে মাদার টেরেসার অনুচ্ছেদ রচনা লিখতে দিয়েছিল। ও উঠে দাঁড়িয়ে সগর্বে বলেছিল, মিস ! আমি মাদার টেরেজার কাছ থেকেই মায়ের কাছে এসেছি। আমার মেয়েকে নেওয়ার সময় আমার ওই বোনই আমার অনেক প্রশ্ন, ভবিষ্যতের অজানা ভয়ের উত্তর দিয়ে দেয় আমায়, কত সহজেই।

প্রসঙ্গত মনে পড়ল,এক এক সময় ভাবি, আমার ওই বন্ধুর হাজব্যান্ড এর কথা মনে পড়লেই,যেটা আমার হাজব্যান্ড বলেছিল একবার,ওদের প্রসঙ্গেই,"ওমুকের হাজব্যান্ড যে ভাবছে, এডপ্টেড মানেই রুগ্ন দুঃস্থ সন্তান, এইডস ইত্যস্ত। প্রথমত,পৃথিবীর আমরা কিন্তু কেউই নিশ্চিত নই যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও কেউ দত্তক ছিলেন কিনা! অথবা আমাদের বংশেই অনেক পুরুষ আগের কোন অসুখ আমরা জিনের মাধ্যমে বয়ে বেড়াচ্ছি কিনা। দ্বিতীয়ত, বেশ কিছু সাধারণ অসুস্থতা ডাক্তারী চেক আপেই দেখে নেওয়া যায়, তাহলে ওরা না নেওয়াটা বোকামিরই পরিচায়ক।"

তাছাড়াও দেখুন,আজকাল রোগ কখন কার কি হবে কেউই আগাম বলতে পারে না। নিজের সন্তানের হলে ফেলে দিতে পারতেন তো! দেখুন তো, বিদেশে অসুস্থ অনাথ দের অনেকেই দত্তক নেন।অনেকেরই ১০মাস স্ট্রেস,সময় দিতে পারবেন না বলেও এডপ্ট নিচ্ছেন।মানবিক হোন,প্লিজ!

বিঃদ্রঃ ২০১৫ সালের আগস্টের পর নতুন আইন অনুযায়ী ভারতের একমাত্র সেন্ট্রাল গর্ভনমেন্টের অধীনস্থ সংস্থার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হল - www.cara.nic.in

এর বাইরে,যে কোন প্রকার সোর্স,কোর্টপেপারসহ দত্তক প্রদানই অনুমোদিত নয় । বিপথগামী হবেন না প্লিজ। কারণ, আমার-আপনার সুরক্ষার মতই একটি ছোট্ট প্রাণের জীবনের দাম অনেক অনেক মূল্যের।

এডপশন আইনবলে, দীর্ঘদিন আন্দোলনে সফল সমাজকর্মী, দত্তক নেওয়া পিতা-মাতাদের সংগঠন আমাদের এই আত্মজা। আত্মজার জন্যেই আজ একজন গর্ভধারিণীর মতই বক্ষধারিনীও সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন স্ব স্ব কার্যক্ষেত্রে। এই আত্মজার সদস্য হিসাবে আমরা মাঝেমধ্যেই পিকনিক, ট্যুর, মিটিং ইত্যাদি করে থাকি। চারিদিকের কুচো গুলো একসঙ্গে মজা করে মনের মধ্যে আরাম পায় ঠিক, - 'আমি একা নই,আরো হাজারো বন্ধুই আছে, যাদের কৃষ্ণ ঠাকুর,আমারই মতন দুই মা, দুই বাবা...

সবশেষে বলি - 'মা'য়েদের যে কোন বিকল্প থাকেনা ! এক মায়ের ভালবাসার প্রশ্রেয় যে সযত্নে গর্ভে লালিত হয়ে পৃথিবীর আলো দেখছে, সেই মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা, এই বক্ষধারিনী ভুলতে পারে কি করে!

তাই আজ এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমার সন্তানের জন্মদায়িনী সেই মাকেও আমার প্রণাম জানাই।

"এই একটি বিষয়
যা আসবে এবং দাবি করবে
"সত্যকে" --
এই একটি বিষয়
যা আসবে এবং আদেশ করবে
"সৌন্দর্য" --"
( 'এটি' , মূল কবিতা - মায়াকোভস্কি , ভাষান্তর - মুকুল গুহ )

# দত্তক গ্রহণ ও শিশুর স্বাস্থ্য

**ডঃ সুবীর বন্দোপাধ্যায় , আত্মজা সদস্য**

কেন্দ্রীয় দত্তক সম্পদ কতৃপক্ষ 2017 নির্দেশাবলী লক্ষণীয়, বা Central Adoption Resource Agency (CARA) Website: www.cara.nic.in

দত্তকগ্রহণ একটি জীবনমুখী ও জীবন পরিবর্ত্তনকারী সিদ্ধান্ত ও আজীবন দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার। সুখের বিষয় যে দম্পতিরা এখন সন্তানের জন্য সমান্তরাল এক উপায়কে অবলম্বন করছেন যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। তার থেকেও যেটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ তাহলো একটি অনিশ্চিত আশ্রয়হীন শিশুর একটি নিরাপদ ঘর পাওয়া এবং তার সাথে সাথে মা বাবার স্নেহ ভালবাসা ও সম্মান, যা সেই শিশুটিকে সঠিক ভাবে বাড়তে সাহায্য করবে শারিরীক ও মানসিকভাবে।

দত্তক নেওয়ার আগে দত্তক গ্রহণে ইচ্ছুক অভিভাবকদের (Prospective Adoptive Parents বা PAP) কিন্তু শতকরা ১০০ভাগ দায়বদ্ধ থাকতে হবে সেই শিশুর প্রতি, তার যত্নের প্রতি, তার যাবতীয় প্রয়োজনের প্রতি যাতে তার প্রকৃত মানসিক বা শারীরিক বিকাশ ঘটে। ফলে এই দম্পতিদের নিজেদের চিন্তাধারাকে এমন নমনীয় ও উপযোগী করে রাখতে হবে যাতে দত্তক সন্তান সম্পর্কিত সমস্ত উদ্বেগ বা প্রশ্নের সমাধান তারা করতে পারেন হাসি মুখে। এ ব্যাপারে অবশ্যই তারা সাহায্য পেতে পারেন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য দত্তকসংস্থা থেকে। এছাড়াও "আত্মজা" ATMAJA..(Website: atma-ja.org.in) নামক একটি দত্তক সন্তানদের অভিভাবকদের সংস্থা রয়েছে যাদের সাহায্যও পাওয়া যেতে পারে।

প্রত্যেক মা বাবা তাদের সন্তানদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং কোন রোগ ব্যাধি হলে বিচলিত হয়ে পড়ে। এখানে মনে রাখতে হবে যে বেশীরভাগ শিশু যাদের দত্তক দেওয়া হয় তারা পরিত্যক্ত, অবহেলিত এবং স্নেহ ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত। ফলে অনেক শিশুই অপুষ্টি ও রক্তাল্পতায় ভোগে। তাছাড়াও, হোমে বা শিশুগৃহে থাকার ফলে নানান রোগের প্রাদুর্ভাব দেখাযায়, যেমন চর্মরোগ, কৃমি, পেটের অসুখ বা শরীরের নানা স্থানে সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। এছাড়া স্নেহ, আদর বা উষ্ণতার অভাবে এরা মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত থাকে যা বাড়তে থাকলে ভবিষ্যতে একাগ্রতার অভাব হতে পারে বা নানান মানসিক সমস্যার উদ্ভব হতে পারে।

প্রতিটি হোমে বা শিশুগৃহে একজন চিকিৎসক থাকেন যার তত্বাবধানে প্রতিটি শিশুর পরিচর্যা চলে, প্রয়োজনে চিকিৎসা করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী টীকাকরণ ও করে রাখা হয়। বলে রাখা ভালো যে একমাত্র সেই সকল শিশুদেরই দত্তকের জন্য দেওয়া হয় যারা শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ। কিছু অসুখ যা চিকিৎসা করলেই সেরে যায় সেই সব অসুখ কিন্তু দত্তকের ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়। প্রতিটি শিশুকে CARA র নিয়ম অনুযায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শারিরীক ও মানসিক পরীক্ষা করানো হয় এবং সমস্ত রিপোর্ট নথি বদ্ধ করা হয় নির্দিষ্ট Form এ CARA রঅন্তর্গত Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS) পোর্টালে। এইসব পরীক্ষার ফল বিশদে Schedule III ও IV এ লিপিবদ্ধ করা হয় যা on line এ দেখা যেতে পারে। তা ছাড়াও প্রতিটি শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারা যা Milestones বলা হয়ে থাকে তা নথি বদ্ধ করা হয় Schedule II তে। রেজিস্টার্ড দম্পতিরা যখন হোমে আসেন শিশুকে দেখতে তখন তারা সেই পরীক্ষার রিপোর্টগুলি দেখতে পারেন। চাইলে সেই দম্পতি নিজেদের পছন্দসই একজন চিকিৎসককে সঙ্গে আনতে পারেন শিশুটিকে ও তার রিপোর্টগুলি দেখাতে। মনে রাখতে হবে যে কোনমতেই কিন্তু শিশুটিকে কোনরকম যাতনা দেওয়া যাবেনা, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোন পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করা হয়না এবং নতুন কোন পরীক্ষার আবেদন ও গ্রাহ্য হবেনা। এখানে বলা প্রয়োজন যে অভিভাবকরা এমন চিকিৎসককে আনবেন যিনি দত্তক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন ও সংবেদনশীল যাতে তারা সেই দম্পতিকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারেন। এটা প্রমাণিত সত্য যে এই শিশুরাই যখন

একটি নিরাপদ আশ্রয়, পরিবারের স্নেহ ও মায়ের শরীরের ওম পায় তখন সঠিক চিকিৎসা ও সুষম খাদ্যের মাধ্যমে এই শিশুরা একদম সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠে। এদের মানসিক বিকাশ সঠিক পদ্ধতিতে ও সঠিক গতিতে বিকশিত হতে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে মা বাবা যখন প্রথমবার শিশুটির দিকে তাকান এবং যে দৃষ্টি বিনিময় হয় তারমধ্যেই নিহিত থাকে সেই প্রগাঢ় বন্ধনের সূত্রপাত।

এবারে সেই সন্তানকে বাড়িতে আনার পর কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। আগেই বলা হয়েছে যে বিশেষ কারণে, প্রাথমিকভাবে, এই শিশুরা কিছুটা কমজোরি থাকতে পারে যাতে রোগ প্রতিহত করার ক্ষমতা কিছুটা কম থাকতে পারে। সেইজন্য একটি বিশেষ ঘর বা জায়গা চিহ্নিত করে সেই স্থানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং সবার কাছে যেন কোলে কোলে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে যতদিন না সে একটু সবল হচ্ছে। হোম থেকে আসার সময় শিশুটির সমস্ত অভ্যাস গুলো ভাল করে জেনে আসতে হবে যেমন খাদ্যাভ্যাস, ঘুমানোর সময়, বিশেষ কিছু পছন্দের কথা বা আরো কিছু খুঁটিনাটি যা শিশুটিকে নতুন বাড়িতে ধাতস্থ হতে সাহায্য করবে। টীকাকরণের সময় তালিকা জেনে নিতে হবে যাতে পরবর্তী টীকা গুলো সময়ে দেওয়া যায়। বয়স অনুযায়ী  কী কী খাদ্য লাগবে তা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শে করা উচিৎ। যেহেতু বোতলে দুধ খাওয়াতে হবে সেহেতু বোতল সঠিক ভাবে পরিষ্কার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক ভাবে মন প্রাণ ঢেলে মনের ও শরীরের যত্ন নিলে এই শিশুই একদিন সুস্থ সবল প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠবে প্রকৃতির নিয়ম মেনেই।

পরিশেষে এটা বলা যায় যে সব শিশুই বায়োলজিকাল। সব শিশুই মানবসন্তান। দত্তক গ্রহণ এক সমান্তরাল প্রক্রিয়া মাত্র সন্তানের জননী-জনক হওয়ার। বাকি কোন ভেদাভেদ নেই। আর সন্তান দত্তক-ই হোক বা জৈবিক ( Biological ), যেকোন ব্যাধি যেকোন মানুষের হতে পারে। বা, বলা যেতে পারে এমন কোন ব্যাধি নেই যা শুধু দত্তক সন্তানদেরই হয়- বায়োলজিকাল চাইল্ডদের হয়না।

"এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তুপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব - তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি-
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"
( ছাড়পত্র - সুকান্ত ভট্টাচার্য )

# দত্তক প্রথা ও বর্তমান আইন

নীলাঞ্জনা দাশগুপ্ত , ডিরেকটর, চাইল্ড রাইটস এন্ড ট্রাফিকিং
ডিপার্টমেন্ট অফ উওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার

বর্তমানে ভারতবর্ষে দত্তক গ্রহণ মূলত পরিচালিত হয় জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট 2015 দ্বারা। এই আইনের অষ্টম অধ্যায় 56 থেকে 73 ধারায় বর্ণিত হয়েছে দত্তক প্রথার আইনি দিক গুলি ।এই আইনের নির্দেশ অনুযায়ী ভারত সরকার 2017 সালে প্রণয়ন করেন অ্যাডপশন রেগুলেশন অ্যাক্ট 2017যেখানে দত্তক প্রথার পদ্ধতিগুলি বিষয়ে বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 2017 সালে জুভেনাইল জাস্টিস কেয়ার এন্ড প্রটেকশন অ্যাক্ট অনুযায়ী জুভেনাইল জাস্টিস রুল 2017 প্রণয়ন করেন যেখানে সপ্তম অধ্যায়ের 43 থেকে 49 ধারায় সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অবশ্যই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এছাড়াও হিন্দু অ্যাডপশন অ্যান্ড মেন্টেনেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী দত্তক গ্রহণ করতে পারে।

জুভেনাইল জাস্টিস কেয়ার এন্ড প্রটেকশন অ্যাক্ট অনুযায়ী দত্তক প্রথা:

এই আইনের প্রণয়ন দত্তক তথা শিশুর অধিকার এর ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। জন্মের পর যে কোন শিশুর পরিবারের অধিকার তার মৌলিক অধিকার হিসাবে এই আইনে স্বীকৃত হয়েছে। আইনের 56 ধারায় তিন ধরনের শিশুর পরিবারের অধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্যই দত্তক প্রথার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ দত্তক প্রথার মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হল প্রতিটি শিশুর পরিবারের অধিকার কে সুনিশ্চিত করা। যে সমস্ত শিশু অনাথ, কোন কারণে পরিত্যক্ত বা জন্মদাতার থেকে বিচ্ছিন্ন এবং কোন কারনে জন্মদাতা জন্মদাত্রী প্রতিপালনে অক্ষম হবার কারণে শিশুটিকে প্রত্যার্পন করেছেন এই ধরনের শিশুদের পরিবারের অধিকার পৌঁছে দেবার জন্যই দত্তক প্রথার প্রচলন।

যে কোন ধর্মের মানুষই এই আইনের আওতায় দত্তক গ্রহণ করতে পারেন। ভারতবর্ষের বাইরে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি যদি দত্তক গ্রহণ করতে চান তবে এই আইনের আওতায় তাকে আবেদন করতে হবে। কোন ব্যক্তি যদি এই আইনে বর্ণিত নিয়মাবলী না মেনে কোন শিশুকে বিদেশে পাঠান বা বিদেশে বসবাসকারী কোন পরিবারের কাছে শিশুটিকে প্রতি পালনের দায়িত্ব দেন তাহলে তিনি এই আইনের 80 ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

এই আইন অনুযায়ী কারা দত্তক গ্রহণ করতে পারবেন: যেসকল দম্পতি বা ব্যক্তি শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ, অর্থনৈতিক ভাবে সক্ষম এবং সর্বোপরি দত্তক সন্তান গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত তারাই দত্তক নিতে পারেন। দম্পতির ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়েরই সম্মতির প্রয়োজন। ব্যক্তি মানুষের ক্ষেত্রে কোন একা পুরুষ কন্যা সন্তান দত্তক গ্রহণ করতে পারবেন না। দম্পতির ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের দু'বছরের সুস্থ বিবাহিত জীবন থাকতে হবে।

বয়স: যিনি বা যারা দত্তক গ্রহণ করতে চান তাদের বয়স বয়স নিয়ে যে বাধ্যবাধকতা আছে তা নিম্নরূপ:
বয়সের সর্বোচ্চ সীমাঃ-

| শিশুর বয়স | দম্পতি ক্ষেত্রে উভয়ের বয়সের যোগ ফল | ব্যক্তির বয়স |
|---|---|---|
| চার বছর পর্যন্ত | * 90 বছর | * 45 বছর |
| 4 থেকে 8 বছর | * 100 বছর | * 50 বছর |
| 8 থেকে 18 বছর | * 110 বছর | * 55 বছর |

শিশু এবং তার দত্তক পিতা-মাতার মধ্যে বয়সের তফাৎ কমপক্ষে 25 বছর হতে হবে। অবশ্য পিতা-মাতার দত্তক গ্রহণ বা আত্মীয়দের মধ্যে দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে এই বয়স সীমা কার্যকরী হবে না। কোন দম্পতির তিন বা ততোধিক সন্তান থাকলে তিনি দত্তক নেবার যোগ্য হবেন না কিন্তু যদি তিনি কোন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু দত্তক নিতে চান তাহলে তিনি নিতে পারবেন।

কোন শিশু দত্তক গ্রহণের উপযুক্ত বা লিগালি ফ্রী ফর এডাকেশন ঘোষণা করার নিয়ম। : অনাথ বা পরিত্যক্ত শিশুর ক্ষেত্রে তাকে দত্তক গ্রহণের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করার জন্য জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট এর 31 32 33, 37 ,এবং 40 ধারায় পদ্ধতি বর্ণনা করা আছে। আইন অনুযায়ী এই ধরনের শিশুকে পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে 24 ঘন্টার মধ্যে জেলার শিশু কল্যাণ সমিতি বা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি সামনে উপস্থিত করতে হবে। বর্তমান অতিমারীর পরিপ্রেক্ষিতে এই উপস্থিতি ভার্চুয়াল মাধ্যমেও করা যেতে পারে। দেশের প্রত্যেকটি জেলায় একটি করে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটি একটি কোয়াসি জুডিশিয়াল বডি যাদের আইনে কিছু ক্ষমতা দেওয়া আছে। এই কমিটি সামনে এই ধরনের শিশু উপস্থিত হলে কমিটি প্রথমে তার শারীরিক-মানসিক পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের কাছে পাঠাতে পারেন তারপর তার বয়স যদি ছয় বছরের কম হয় তখন এবং সে যদি শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকে তাকে নির্দিষ্ট কিছু স্পেশালাইজড এডাপশন এজেন্সি কাছে পাঠাতে পারেন। 6 বছরের বেশি হলে এই ধরনের শিশুকে নির্দিষ্ট শিশু আলয় পাঠাবেন। প্রথমে চেষ্টা করা হয় শিশুটির পরিবার কে খুঁজে বার করা এবং পরিবারের হাতে শিশুটিকে পৌঁছে দেবার সেই জন্য চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি একটি তদন্তের নির্দেশ দেয়। এর পাশাপাশি শিশুটির ছবি এবং বিস্তারিত তথ্য যদি ছয় বছরের নিচে হয় তাহলে চাইল্ড এডুকেশন রিসোর্স ইনফরমেশন এন্ড গাইডিং সিস্টেম বা কেয়ারিং নামক ওয়েব পোর্টালে আপলোড করতে হয়। এছাড়াও সব শিশু তথ্য ট্রাক দা মিসিং চাইর নামক পোর্টালে আপলোড করা হয়। শিশুটির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য তার পরিবারকে খুঁজে বার করার জন্য চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিটকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন এর নির্দেশ দেন। শিশুটি পাওয়া যাবার 3 দিনের মধ্যেই এই বিজ্ঞাপন দিতে হবে যদি শিশুটির বয়স দু'বছরের কম হয় তাহলে দু মাস অপেক্ষা করা হয় এবং শিশুটির বয়স যদি দু বছরের বেশি হয় তাহলে চার মাস অপেক্ষা করা হয় যদি তার পরিবার যোগাযোগ যোগাযোগ করে তার জন্য। দু মাস বা চার মাস এর মধ্যে যদি শিশুর পরিবারের খোঁজ না পাওয়া যায় তখন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি শিশুটিকে দত্তক এর উপযুক্ত বলে ঘোষণা করেন। একইভাবে যদি কোন পিতা-মাতা বা অভিভাবক কোন শিশুকে প্রত্যর্পণ করতে চান সে ক্ষেত্রে তারা লিখিতভাবে আবেদন করবেন এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি দু মাস অপেক্ষা করবেন তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য। দুমাস পর তারা শিশুটিকে লিগালি ফ্রী ফর এডপশন ঘোষণা করবেন।

যারা দত্তক নিতে চান তাদের করনীয় কাজ: যিনি বা যারা দত্তক নিতে চান যদি তারা ভারতীয় হন তাহলে তাকে অবশ্যই কেয়ারিং পোর্টালে নিজের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। এই নথিভুক্তিকরণ এর সময় তাদের কিছু প্রামাণ্য ডকুমেন্টস আপলোড করতে হবে। নথীভুক্তিকরণের পর তারা একটি রেজিস্ট্রেশান নম্বর পাবেন পরবর্তী যেকোনো যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই নম্বর টি খুব গুরুত্ব পূর্ণ। তারা কোনো বিশেষ একটি রাজ্য অথবা কয়েকটি রাজ্য অথবা সারা দেশকে তাদের দত্তক সন্তান নেবার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন। নাম নথিভুক্ত করনের পর তাদের বাড়ির কাছাকাছি যে স্পেশালাইজেশন এজেন্সি আছে তাকে নির্বাচিত করতে হবে যারা তাদের বাড়িতে গিয়ে হোম স্টাডি করে দেখবেন তারা সত্যিই দত্তক গ্রহণের উপযুক্ত কিনা। এই হোম স্টালিতে মূলত দেখা হয় দত্তক গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা দম্পতির অর্থনৈতিক অবস্থা বসবাসের গৃহ কাজকর্ম যার দ্বারা বোঝার চেষ্টা করা হয প্রতিপালনের অর্থনৈতিক স ক্ষমতা তাদের আছে কি না। এছাড়াও দেখা হয় তাদের মানসিকতা এবং তাদের বৃহত্তর পরিবারের সদস্যদের মত ও পাড়া প্রতিবেশীদের মতামত। মূল বিষয় হল শিশুটির ভবিষ্যত সুরক্ষিত থাকবে কিনা এবং শিশুটি একটি সুস্থ পরিবার পায় কিনা। এই Home Study report টি তিন বছর বহাল থাকে। এই রিপোর্ট সদর্থক হলে সেই ব্যক্তি বা দম্পতি দত্তক গ্রহণের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন। এরপর সেই দম্পতি বা ব্যক্তিকে অপেক্ষা করতে হবে তার দেওয়া পছন্দ এবং সেই অনুযায়ী শিশুর উপস্থিতি এবং তাদের senirioty মেলবন্ধনের উপর। যেদিন তারা সব প্রামাণ্য document আপলোড করেছেন সেটি হবে তাদের seniority র তারিখ।

Referral বা কোনো শিশু এবং দত্তক নিতে ইচ্ছুক পিতা মাতা র সঙ্গে মেলবন্ধন ঃ কোন উপযুক্ত শিশু এবং দত্তক নিতে ইচ্ছুক পিতা মাতা ( Prospective Adoptive Parents বা PAP) র seniority মিলে গেলে তাদের কাছে online এ শিশুটির বিস্তারিত তথ্য পাঠানো হয়। দত্তক নিতে ইচ্ছুক পিতা মাতা 48 ঘন্টা ( বর্তমান প্রেক্ষিতে 96 ঘন্টা) সময় পাবেন শিশুটিকে reserve করার জন্য। বলা বাহুল্য শিশুটির সমস্ত Medical report ও তারা দেখতে পাবেন। দত্তক নিতে ইচ্ছুক পিতা মাতা সর্বেপেক্ষা মোট তিন জন শিশুর referral পেতে পারেন। অন্য সময় এরপর শিশুটিকে দত্তক নিতে ইচ্ছুক পিতা মাতা সশরীরে দেখতে পারেন কিন্তু বর্তমান অতিমারীর প্রেক্ষিতে এই দেখা সাক্ষাত কেবল মাত্র ভিডিও কলের মাধ্যমেই হবে।

এরপর ই আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষন , যখন একটি শিশু আসে তাদের কোল আলো করে। একটি শিশু পায় তার পরিবার আর একটি পরিবার পায় তাদের নতুন অতিথি কে। কিন্তু এখনো আইনের পদ্ধতি শেষ হয়নি। শিশুটি Pre adoption Foster Care e রয়েছে তার পরিবারের সঙ্গে। এই পর্যায়ে যে specialized Adoption agency তে শিশুটি ছিল তারা নির্দিষ্ট কোর্টে আবেদন জানায়। সেই কোর্টে দত্তক মামলার শুনাণী হয় ও বিচারক সন্তুষ্ট হলে দত্তকের সপক্ষে রায় দেন। এই রায় এর পরই শিশুটির নতুন জন্ম সারটিফিকেট পাওয়া যায়। এতখণ যা বলা হল তা সবুই ভারতবর্ষে থাকা দম্পতি বা ব্যক্তির জন্য। কিন্তু যারা ভারতবর্ষের বাইরে থাকেন তিনি ভারতীয় হতেন পারেন বা নাও হতে পারেন, তাদের ক্ষেত্রে পদ্ধতি একটু আলাদা। সেটা আমরা পরের সংখ্যায় আলোচনা করব।

"এই সেই কোদাল
যা কাঁধে নিয়ে একদিন আমি দিগন্ত ভেঙে এসেছিলাম
এই নগরে
আর বন্ধুদের সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে
ভূগর্ভের দেওয়াল থেকে খসিয়েছিলাম চাঙড়
এই সেই ভূগর্ভ যেখান থেকে শেষ মুহূর্তে উঠে পালাতে পেরেছে কেউ
আর তাকিয়ে দেখেছে পিছনের লোক নেই
আর কেউ বা গ্যাসে আর আগুনে
জলে আর চাঙড়ে
অন্ধকারে আর ধোঁয়ায়
আটকে গেছে দলকে দল এই জাহান্নামেই
এই সেই জাহান্নাম
যাকে আমি মেরে ফেলতে সক্ষম হই শেষ পর্যন্ত
এই সেই শেষ
যেখান থেকে আমি নিজেকে আবার শুরু করি এক
ভোরবেলায় ..... "

"আত্মজীবনী'র অংশ" - জয় গোস্বামী

## আত্মজা'র বর্তমান কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য বৃন্দ

**চেয়ার পারসন – শ্রী স্বপন নস্কর**
**ভাইস চেয়ার পারসন – শ্রীমতি সীমন্তিকা নাগ**
**সম্পাদক - শ্রী অনুপ দেওয়ানজি**
**সহ সম্পাদক - শ্রী প্রসুন গঙ্গোপাধ্যায়**
**কোষাধ্যক্ষ - শ্রী সঞ্জয় শিকদার**
**সহ কোষাধ্যক্ষ–শ্রী শংকর নস্কর**

**- সদস্য -**

**শ্রী সুবীর ব্যনার্জি**
**শ্রী অচিন বসু**
**শ্রী বিমল দত্ত**
**শ্রী দীপঙ্কর পাত্র**
**শ্রীমতি নীলাঞ্জনা দাশগুপ্ত**

**- আমন্ত্রিত সদস্য -**

**শ্রী গৌতম ঘোষ**
**শ্রী প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়**

*** আত্মকথা ' র সম্পাদক মন্ডলী ***

**শ্রী প্রসুন গঙ্গোপাধ্যায় * শ্রী সঞ্জয় শিকদার * শ্রী অনুপ দেওয়ানজি এবং শ্রী স্বপন নস্কর**

"অনেক অনেক আকাশের পরে
বুভুক্ষ সময় যদি আরও একবার
খেয়ে ফেলে মধ্যরাত
মাটি ঘিলু জীবনের উপক্রমণিকা
মাতৃভূমি, মা আমার
চন্দ্রালোকে অন্ধকার চরাচর যদি ডাকে
আবার আমি জেগে উঠবো"

আত্মকথা ' র পক্ষে স্বপন নস্কর কর্তৃক ৫১৭ যোধপুর পার্ক , কলকাতা—৭০০০৬৮ থেকে প্রকাশিত।

পত্রিকার প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

atmaja | an association of adoptive parents
Registered under the West Bengal Societies Registration Act, 1961
Registration No. - S/IV/1844 of 2000-2001.